বশেমুরবিপ্রবির ট্রেজারারকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

বশেমুরবিপ্রবি প্রতিনিধি

২৯ মে ২০২৩ ০৯:০১ পিএম | আপডেট: ২৯ মে ২০২৩ ০৯:০৩ পিএম

16
Shares

Subscribe & Vibe
With Anuv Jain
✓ Top 100 new pandapro subscribers get tickets for the concert.
✓ Top 10 subscribers get to meet Anuv Jain!*
*T&Cs apply. For details check our app or the comment section.
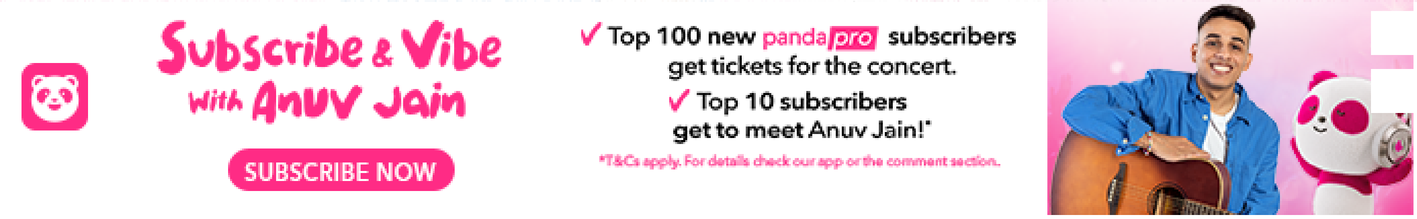
Subscribe & Vibe
With Anuv Jain
SUBSCRIBE NOW
✓ Top 100 new pandapro subscribers get tickets for the concert.
✓ Top 10 subscribers get to meet Anuv Jain!*
*T&Cs apply. For details check our app or the comment section.

শিক্ষকদের মানববন্ধন

---

advertisement..

অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলার অভিযোগে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষকে বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. মোবারক হোসেনকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে একাডেমিক ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়।

advertisement

মানববন্ধনে আইন অনুষদের ডিন ড. মো. রাজিউর রহমান বলেন, ‘আমরা কিছুদিন আগে একটি মিটিং এ উপস্থিত ছিলাম। সেখানে ট্রেজারার বেতন-বোনাস সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে ভিসি স্যারের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্সের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তার এমন আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। তার এই অশ্রাব্য কথায় তিনি অনুতপ্ত নন। তাই আমরা তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করি।’

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকিয়া সুলতানা মুক্তা বলেন, ‘প্রায় ২০-২৫ জন শিক্ষকের প্রমোশন ও আপগ্রেডেশন আটকে আছে প্রায় ৪ বছর ধরে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চলছিল। তখন তিনি বার বার চিৎকার করে উঠছিলেন। উপাচার্য তাকে বেশ কয়েকবার থামানোর চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি ঢাকা যাবেন বলে গাড়ি দাবি করেন। প্লানিংয়ের এক কর্মকর্তা তাকে জানান তার গাড়ির ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। তখন তিনি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেন।’

মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মো সালেহ আহমেদ বলেন, ‘কোষাধ্যক্ষের এমন আচরণের জন্য আমরা ভুল স্বীকার করতে বলি। ভুল স্বীকার না করায় আমরা তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করি। আমাদের কোনো শিক্ষক তার একাডেমিক ও প্রশাসনিক মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করবে ন।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ড. মো. মোবারক হোসেন বলেন, ‘কিছু শিক্ষক অবৈধভাবে প্রমোশন পেতে চেয়েছিলেন। আমি তার বিরোধিতা করি। কারণ আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা, অন্যায় সহ্য করতে পারি না। আর এই জন্য আমার বিরুদ্ধে এটা করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘মিথ্যা কথা বলা, অবৈধ কাজ করা আমি পছন্দ করি না। আমি একজন ট্রেজারার, আমার হাত দিয়েই সব টাকা-পয়সা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন এখানে চুরি-চামারি হয় কি না দেখার জন্য। কেন আমি রাগ করেছি তা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনে নিন। আমিতো পাগল না, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি থাকায় এদের চুরির বিষয়ে অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে।’

২৪ ও ২৭ মে ট্রেজারারকে লিখিতভাবে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন বশেমুরবিপ্রবির শিক্ষক সমিতি।

16
Shares